৭ টি গোপন কথা যা আপনার স্বামী কখনও মুখে বলবেন না

quraneralo.com/7-secrets-of-husband/

1/14/2013

প্রবন্ধটি পড়া হলে, শেয়ার করতে ভুলবেন না

রহমান রহীম আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে-

অনুবাদ ও প্রকাশনায়ঃ কুরআনের আলো



কখনও কি এমন মনে হয়েছে যে – কত ভাল হত যদি আপনি আপনার স্বামীর মন পড়তে পারতেন? পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে স্বামী স্ত্রীর খোলাখুলি আলোচনা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু আমাদের মতো অনেক মুসলমান প্রধান দেশেই এক অজানা কারণে পুরুষরা অনুভূতি প্রকাশে নিশ্চুপ ও উদাসীন হওয়া শিখতে শিখতে বড় হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামীরা কিছু কিছু ব্যাপার তাদের স্ত্রীদের সাথে আলোচনা করতে অনীহা বোধ করেন। সমস্যার একটি কারণ এটাও যে, অনেক সময় তাদের চিন্তাগুলোকে সঠিক বাক্যে রূপ দেওয়াটা কঠিন হয়ে পড়ে। তাদের জন্য এরচেয়েও কঠিন কাজ হল অনুভূতিগুলোকে শব্দে রূপ দেওয়া।

কাজেই, বহু স্বামী স্ত্রী তাদের বিবাহিত জীবন একরকম যোগাযোগহীনতার মধ্যেই পার করতে থাকেন; কোনদিনও হয়তো জানতেও পারেন না তার সঙ্গীটি আসলেই কি ভাবেন। এই লেখাটিতে মুসলিম বোনদের জন্য তাদের স্বামীদের এমন কিছু দিক সংক্ষেপে তুলে ধরা হল যা সাধারণত তারা কিভাবে বলবেন বুঝে উঠতে পারেন না, অথবা বলতেও চান না।

১) সব কিছুর উর্ধ্বে, আপনার স্বামী আপনার শ্রদ্ধা পেতে চান

নারীরা এটা জানতে চান যে তাদের স্বামীরা তাদের ভালবাসেন; আর পুরুষরা জানতে চান যে তাদের স্ত্রীরা তাদের শ্রদ্ধা করেন। নারীদের এটা বোঝা খুবই দরকার যে পুরুষদের জন্য ‘শ্রদ্ধা’র গুরুত্ব কতখানি। একজন মুসলমান পুরুষ শৈশব থেকে এটা শিখতে শিখতেই বড় হয় যে, পুরুষদেরকেই প্রধানত সংসারের খাদ্য সংস্থানের এবং যাবতীয় ভালমন্দের দায়িত্ব নিতে হয়। একটু কল্পনা করে দেখুন, যে পুরুষ তার সাধ্যমতন যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সংসার টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, সেই সংসারে স্ত্রীর কাছেই যদি সে কোন শ্রদ্ধা না পায়, তাহলে তা একজন পুরুষের জন্য কতখানি হতাশাজনক হতে পারে। একজন স্ত্রী যদি ঘোষণা করে বেড়ায় যে সে তার স্বামীকে অনেক ভালবাসে, কিন্তু শ্রদ্ধা করেনা; তাহলে সে স্বামীর মন থেকে খুব শীঘ্রই স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা শেষ হয়ে যাবে।

কুরআনের এই আয়াত থেকে আমরা উপরল্লিখিত কথাগুলোই পাই, যেখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

> *"পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল, যেহেতু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং জন্যও যে, তারা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে থাকে; সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, আল্লাহ্র সংরক্ষিত (ইজ্জত আব্রু ও অন্যান্য) প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে;..."* [সুরা আল- ইমরানঃ ৩৪]

২) আপনার স্বামী আপনার কাছে বিশ্বস্ততা আশা করেন

শ্রদ্ধার সাথে বিশ্বস্ততার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আপনার সম্পর্ক ভেঙ্গে দিতে এই একটি ধারণাই সবচেয়ে দ্রুত কাজ করতে পারে যে আপনার সঙ্গীটি অবিশ্বস্ত; এই সংশয় যে – আপনার সঙ্গী আপনাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। না, এখানে বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে কথা হচ্ছে না। বিবাহিত জীবনের বিশ্বস্ততার কথা বললে এ চিন্তাটিই সাধারণত মানুষের মনে আগে আসে। এখানে যে বিশ্বস্ততার কথা বলা হচ্ছে তা হল, এই বিশ্বাস থাকা যে- যে মানুষটিকে আপনি সারাজীবনের জন্য বেঁছে নিয়েছেন সে ওই সময়ও আপনার পাশে থাকবে যখন আপনার তাকে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।
যদিও বেশীরভাগ পুরুষই কখনও মুখে স্বীকার করবে না, তবুও বাস্তব সত্য হল এই যে, একজন পুরুষের তার স্ত্রীর সঙ্গ এবং সমর্থন গভীরভাবে প্রয়োজন। আর এমন একজন স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করা খুবই কষ্টকর যে কঠিন সময়গুলোতে পাশে থাকে না। আপনি যদি ক্রমাগত তাকে ডিভোর্স বা সম্পর্কচ্ছেদের ভীতিতে রাখেন, আপনি ধরেই রাখতে পারেন যে আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক খুব তাড়াতাড়িই দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে যাবে।

আপনার স্বামী এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে চান যে, আপনি সেই সব সময়গুলোতে তার পাশে থাকবেন যদিঃ

- তিনি নতুন কিছু (নতুন চাকরি বা ব্যবসা আরম্ভ) করতে যেয়ে বিফল হন।
- তিনি কর্মহীন হয়ে পড়েন এবং অর্থসঙ্কটে পড়ে যান।
- তার সুনাম নষ্ট হয়ে যায় অথবা তার সম্মান আক্রমণের সম্মুখীন হয়।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্যের পরই অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশী আপনার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। আপনি আপনার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তিনিও আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন।

৩) তিনি আপনার কাছে থেকে আরও বেশী বেশী শারীরিক তৃপ্তি কামনা করেন

স্পর্শকাতর এই প্রসঙ্গটি খোলাখুলিই উত্থাপন করছি। কোন কোন নারীরা হয়তো এজন্য পুরুষদেরকে 'সংকীর্ণমনা', 'পশুসম', 'শরীরসর্বস্ব' ইত্যাদি আখ্যা দিতে পারেন; কিন্তু এটা চরম বাস্তবতা। পুরুষরা গভীরভাবে শারীরিক তৃপ্তি কামনা করেন, সত্যি সত্যিই কামনা করেন।
কাজেই যখন আপনি তাকে এসব অজুহাত দেখান-

- "আমার মাথা ব্যাথা করছে"
- "আমার ভাল লাগছে না"
- "কিছুদিন অপেক্ষা করলে হয় না? এখন আমার 'মুড' নেই"

জেনে রাখুন, আপনার স্বামী আপনার উপর কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েই ঘুমাতে যাবেন, যদিও তিনি সেটা প্রকাশ নাও করতে পারেন। আর এমনটি যদি প্রায়শই করতে থাকেন, তিনি আপনার উপর অসন্তুষ্ট হতে থাকবেন। এবং এই অসন্তুষ্টির কারণে আপনার স্বামী ছোট খাটো বিষয়েও অহেতুক তিক্ত আচরণ করতে পারেন এবং আপনার প্রতি তার ভালবাসাতেও ঘাটতি হতে পারে।
কাজেই ইসলাম সম্মত কোন কারণ (যেমন- হায়েজ, নেফাস, ফরজ রোযা ইত্যাদি) ছাড়া অন্য কোন অজুহাত দেখানোর আগে এই হাদিসটি স্মরণে রাখবেনঃ
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন-

> *'যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সাথে একই বিছানায় শোওয়ার জন্য ডাকে, আর তার স্ত্রী অস্বীকার করে, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা ওই মহিলার উপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকে'।* [সহীহ বুখারীঃ ৪৮১৪; ইফা]

৪) তিনি অন্য নারীদের সম্পর্কে ভাবেন

থামুন, এটুকু পড়েই উত্তেজিত হবেন না। বুঝিয়ে বলছি। সব পুরুষই অন্য নারীদের সম্পর্কে ভাবেন।
তার অর্থ এই নয় যে তিনি আপনার সাথে প্রতারণা করবেন।
তার অর্থ এই নয় যে তিনি দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবছেন।

তার অর্থ এই নয় যে তিনি অন্য কোন নারীকে নিয়ে নানা রকম ‘অনৈতিক’ কল্পনা করছেন।

তার অর্থ এই যে, প্রত্যেক স্বাভাবিক পুরুষই জীবনের কোন না কোন সময়ে অন্য নারীর কথা চিন্তা করেন। তাই এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে, পুরুষদের ব্যাপারে ভ্রান্ত আর শিশুসুলভ ধারণা বাদ দিয়ে বিষয়টি সহজভাবে গ্রহণ করুন।
এই ধরণের সমস্যা মোকাবেলার জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে এই উপদেশগুলো কার্যকর করাঃ

- **স্বামীকে শ্রদ্ধা করুন**
- **স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন**
- **স্বামী যখনই চাইবেন তখনই তাকে শারিরীক ভালোবাসা দিন**

তার মানে এসব করলেই কি আপনার স্বামী অন্য নারীর ব্যাপারে আর কখনও চিন্তা করবেন না? না, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু এর ফলে তার অন্তরে আপনার প্রতি ভালোবাসা ও মূল্য অনেক বেড়ে যাবে এবং অন্য নারীর কাছে শ্রদ্ধাবোধ, আনুগত্য, শারিরীক তৃপ্তি ইত্যাদি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমে যাবে।

৫) তিনি আপনাকে খুশী দেখতে চান

আপনার কি মনে হয়, কেন পুরুষরা টাকা উপার্জনের জন্য এত পরিশ্রম করেন?
আপনার কি মনে হয়, কেন পুরুষরা চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসার ঝুকি নিতেও প্রস্তুত হন?
আপনার কি মনে হয়, কেন পুরুষরা নারীদের জন্য উপহার কিনে আনেন?
কারণ, অন্তরের গভীর থেকেই তারা শুধু স্ত্রীদেরকে খুশী দেখতে চান।

কখনও কখনও হয়তো তারা অনেক কিছুই ভজঘট পাকিয়ে ফেলেন, বিভিন্ন বার্ষিকী, দিন তারিখ বেমালুম ভুলে যান। কিন্তু তারা তা কখনওই ইচ্ছা করে ভুলে যান না বা অবহেলা করেন না, কারণ তারা জানেন এধরনের বিষয়গুলো মনে রাখতে পারলে তাদের স্ত্রীরা খুশী হতেন।

কাজেই যখন আপনার স্বামী আপনার জন্য কোন উপহার নিয়ে আসেন, তা সানন্দে গ্রহন করুন, তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং সেই উপহার বেশী বেশী ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। তিনি যদি কোন গহনা বা পোশাক কিনে আনেন, তা আলমারিতে তুলে না রেখে আপনার স্বামীর সামনে পরে থাকুন। তিনি যদি কোন প্রসাধনী কিনে আনেন, তা দিয়ে নিজেকে শুধুমাত্র স্বামীর জন্য সাজান। অন্যের বাড়ীতে দাওয়াত, অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে এগুলো ব্যবহার করে অন্যদেরকে না দেখিয়ে ঘরে আপনার স্বামীর জন্য সাজুন। তিনি যদি কোন মোবাইল ফোন কিনে আনেন, তা ব্যবহার করুন।

এবং তিনি যদি কোন ভুল করে ফেলেন, তা সাথে সাথে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করবেন না। কারণ তাহলে তিনি ভাবা শুরু করবেন যে, তিনি আপনার জন্য যা কিছু করেন আপানার কাছে সেগুলোর কোন শ্রদ্ধা বা মুল্য নেই।

৬) একজন ভালো মুসলিম হতে তাকে উৎসাহিত করুন

পৃথিবীতে কেউ নিখুঁত নয়। হতে পারে আপনার স্বামী আলেম নন। হতে পারে তিনি পৃথিবীর সেরা মুসলিম নন। আপনি তাকে আরও ভালো হতে উৎসাহ দিতে পারেন; কিন্তু তাকে জোর করতে পারেন না। তিনি যাতে আরও ভালভাবে দ্বীন চর্চা করতে পারেন এজন্য আপনি কিছু ছোট ছোট কাজ করতে পারেন-

- ফজরের সালাতের জন্য তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার প্রস্তাব দিন।
- মসজিদে যেয়ে সালাত আদায় করার জন্য উৎসাহ দিন।
- দাঁড়ি রাখলে তাকে কত ভাল দেখায়/দেখাবে তার প্রশংসা করুন।

এই কথাগুলো খুব সুচিন্তিত ভাবে, নরম স্বরে, পরামর্শের মত করে বলুন; আদেশ বা উপদেশের সুরে নয়। কারণ বেশী উপদেশ শুনতে কেউ পছন্দ করেন না। যদি আপনি এই কাজগুলো সঠিক ভাবে করতে পারেন, তাহলে আপনি দুইভাবে লাভবান হবেন-
প্রথমত একজন নেককার স্বামীর সাথে বসবাস করতে পারার সৌভাগ্য;
দ্বিতীয়ত আপনার স্বামীকে নেক কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আখিরাতের পুরস্কার।

আল্লাহ্ তা’য়ালা সূরা আসর এ কালের শপথ নিয়ে এ ধরনের মানুষকে ক্ষতিগ্রস্তদের দল থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন-

> *‘কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ আমল করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, ধৈর্যধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।’ [সূরা আসরঃ ৩]*

৭) তিনি আপনাকে ভালবাসেন, যদিও তা সবসময় প্রকাশ করেন না।

জানি, এই কথাটা একবাক্যে বিশ্বাস করা কষ্টকর; কিন্তু এটাই সত্য (সাধারণত।) পুরুষরা সাধারণত মনের আবেগ অনুভূতি প্রকাশে ততটা দক্ষ নন (খেলাধুলা বা রাজনীতির প্রসঙ্গে হলে অবশ্য ভিন্ন কথা)। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' এই কথাটা পুরুষরা তাদের স্ত্রীদেরকে খুব কমই বলে থাকেন। কেউই নিখুঁত নয়। আর মানব ইতিহাসের সবচেয়ে আদর্শ ব্যক্তিত্ব মহানবী (সাঃ) এর চরিত্রের সাথে আপনার স্বামীকে সবসময় তুলনা করলে তেমন উপকৃত হবেন না। যদিও সবারই উচিৎ তাঁর আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ করা, কিন্তু যে কোন মানুষই তার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকুই করার চেষ্টা করেন। তবে মহানবী (সাঃ) এর তাঁর স্ত্রীদের প্রতি যেমন আচরণ করতেন, ঠিক সেরকমটি করা কোন পুরুষের পক্ষে বাস্তবিকই কঠিন। একইভাবে, কোন পুরুষেরও তার স্ত্রীর আচরণের সাথে আয়েশা (রাঃ) বা রাসুল (সাঃ) এর অন্যান্য স্ত্রীদের আচরণের তুলনা করাও ঠিক হবে না।

আপনার ধারণা অনুযায়ী রাসুল (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে যেমন আচরণ করতেন, তেমনটি আপনার স্বামী করতে না পারলেই তার অর্থ এই নয় যে তিনি আপনাকে ভালবাসেন না। তার অর্থ এই যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষ। এটা আপনার খেয়াল রাখা জরুরী।

- **তিনি যদি আপনার ভালো মন্দের দিকে সাধ্যমতো খেয়াল রাখেন;**
- **তিনি যদি আপনার উপর অত্যাচার না করেন অথবা আপনাকে উপেক্ষা না করেন;**
- **তিনি যদি আপনার সমস্যা সমাধানের বা অসুবিধা দূর করার জন্য তার সাধ্যমতো চেষ্টা করেন;**

তাহলে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি আপনাকে ভালবাসেন, সত্যিই ভালবাসেন।

এই লিঙ্কে পড়ুন ৭ টি গোপন কথা যা আপনার স্ত্রী কখনও মুখে বলবেন না



শুধুমাত্র বাস্তব জীবনে ইসলাম চর্চাকারী অবিবাহিত মুসলিম ছেলেমেয়েদেরকে আল্লাহ্‌ভীরু জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পেতে সহায়তা করাই "পিওর ম্যাট্রিমনি" ওয়েবসাইটের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন – http://www.quraneralo.com/purematrimony/

'আপনিও হোন ইসলামের প্রচারক'
প্রবন্ধের লেখা অপরিবর্তন রেখে এবং উৎস উল্লেখ্য করে আপনি Facebook, Twitter, ব্লগ, আপনার বন্ধুদের Email Address সহ অন্য Social Networking ওয়েবসাইটে শেয়ার করতে পারেন, মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিন। "কেউ হেদায়েতের দিকে আহবান করলে যতজন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান সওয়াবের অধিকারী সে হবে, তবে যারা অনুসরণ করেছে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবেনা" [সহীহ্‌ মুসলিম: ২৬৭৪]